ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯০০

আগরতলা, ১৭ নভেম্বর,২০১৮

রাজ্যে বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও বন্যপ্রাণী রয়েছে। এই পাখি ও বন্যপ্রাণীদের বসবাসের পরিবেশ যাতে কোনওভাবে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বন্য প্রাণীদের যথাযথভাবে সংরক্ষণও করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের এই সভায় বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়াও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডও পুনর্গঠিত হয়েছে। পদাধিকার অনুযায়ী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভাইস-চেয়ারম্যান হচ্ছেন বনমন্ত্রী। নবগঠিত বোর্ডের সভা আজই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন। সভায় কিছু সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সভায় বলেন, ত্রিপুরার বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের একটি বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। বন ও বন্যপ্রাণীভিত্তিক পর্যটনের বিকাশে যে পরিকাঠামো আমাদের রয়েছে, সেগুলির আধুনিকীকরণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য যেন বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পর্যটকরা বন্যপ্রাণী দেখার পাশাপাশি প্রকৃতির সৌন্দর্যতাও উপভোগ করতে পারেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় শীতকালে সাইবেরিয়ান পরিযায়ী পাখি দেখা যায়। একে কেন্দ্র করেও পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। এজন্য সুন্দর ছবি সম্বলিত ফ্ল্যাক্স আগরতলায় বিমানবন্দর ও রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে লাগানো যেতে পারে। পাশাপাশি এগুলির উপর ছোট ছোট ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও প্রচার করা যেতে পারে। এর সাথে সাথে ওয়েবসাইটেও চিত্রসহ এর বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। এদিনের সভায় স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি ড. ডি কে শর্মা স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে একটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান ত্রিপুরায় ২টি ন্যাশনাল পার্ক ও ৪টি অভয়ারণ্য রয়েছে। এদিন সভায় ওয়াইল্ড লাইফ এলাকাতে ও এন জি সি এবং টি এস ই সি এল-এর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কিত বিষয়টি উত্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত দশটি প্রকল্পের মধ্যে এদিন আটটি প্রকল্পে বোর্ডের ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে। সভায় বিগত দিনে স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়।

***২-এর পাতায়

সভায় গর্জি কনজারভেশন রিজার্ভ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও বাইসন কনজারভেশন রিজার্ভ গঠন করা নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে একটি ওয়াটার পার্ক গড়ে তোলা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন। এছাড়াও এদিনের সভায় খোলা বাজারে কাছিম বিক্রি বন্ধ করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এছাড়া ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন ওয়াইল্ড লাইফ উইক উদযাপনের মাধ্যমে বন্যজীবন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ইকো-টুরিজম কর্মসূচি, পশু টিকাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় রাজ্যের বিভিন্ন অভয়ারণ্যে পর্যটকদের ভ্রমণ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। আগামীদিনে এই সকল অভয়ারণ্যে আরও বেশি করে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিনের সভায় এছাড়াও স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের সদস্য বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, বৃষকেতু দেববর্মা, রাজনগর, কাঁঠালিয়া, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, প্রধান বন সংরক্ষক অলিন্দ রাস্তোগী, বন দপ্তরের বিভিন্ন জেলার জেলা বন আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

*****